এবার একই কায়দায় কুড়িগ্রামে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে খুন

কুড়িগ্রাম অফিস | আপডেট: ০৩:২০, মার্চ ২৩, ২০১৬ | প্রিন্ট সংস্করণ

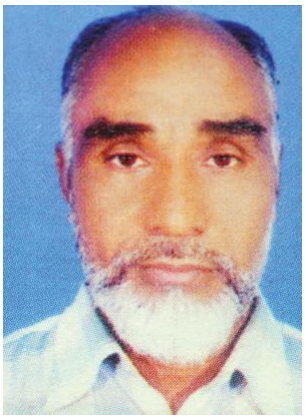

এবার কুড়িগ্রামে এক ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। তাঁর নাম হোসেন আলী (৬৮)। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। ১৯৯৮ সালে তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন বলে জানিয়েছেন তাঁর ছেলে রাহুল আমিন আজাদ।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাতটার দিকে কুড়িগ্রাম শহরের গাড়িয়ালপাড়ায় বাড়ির সামনের সড়কে হোসেন আলীকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মোটরসাইকেলে করে আসা তিন দুর্বৃত্ত ঘটনার পর ককটেল ফাটিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পালিয়ে যায়।

কুড়িগ্রামের পুলিশ সুপার তবারক উল্লাহ প্রথম আলোকে বলেন, এই হত্যায় উগ্রপন্থীরা জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে সন্দেহভাজন তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

এর আগে একইভাবে মোটরসাইকেলে করে এসে দুর্বৃত্তরা ঢাকায় ইতালীয় নাগরিক সিজার তাবেলা, রংপুরে জাপানি নাগরিক কুনিও হোশি ও পঞ্চগড়ে দেবীগঞ্জ উপজেলায় মঠপ্রধান যজ্ঞেশ্বরকে হত্যা এবং দিনাজপুরে খ্রিষ্টান ধর্মযাজককে হত্যার চেষ্টা করে। প্রতিটি ঘটনায় একটি মোটরসাইকেলে তিনজন করে দুর্বৃত্ত অংশ নেয়।

গতকালের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা জানান, হোসেন আলী অন্যান্য দিনের মতো গতকাল সকালেও হাঁটতে বের হন। বাড়ি থেকে প্রায় আড়াই শ গজ দূরে কুড়িগ্রাম-মোগলবাসা সড়কে আশরাফিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছাকাছি পৌঁছালে একটি মোটরসাইকেল তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়। তিনজন আরোহীর মধ্যে চালকের মাথায় ছিল হেলমেট। মোটরসাইকেলে দুজন আরোহী ধারালো অস্ত্র দিয়ে হোসেন আলীর ঘাড়ে ও পিঠে কোপাতে থাকে।

আবদার হোসেন নামের এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, হোসেন আলীর চিৎকারে পাশের একটি কোচিং সেন্টারের

শিক্ষার্থীরা বেরিয়ে এলে তাদের লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপ করে দুর্বৃত্তরা। এরপর তারা আশরাফিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে কলেজপাড়া ও তালতলা হয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন আবদার হোসেন সামনে পড়লে তাকে দুর্বৃত্তরা ছোরা নিয়ে ধাওয়া করে ও একটি ককটেল ফাটায়। এরই মধ্যে স্থানীয় লোকজন বেরিয়ে এসে দুর্বৃত্তদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তারা আরও কয়েকটি ককটেল ফাটিয়ে পালিয়ে যায়।

কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক নজরুল ইসলাম বলেন, হোসেন আলীর পিঠে দুটি আঘাতের চিহ্ন আছে। এ ছাড়া মূল আঘাতটি ছিল ঘাড়ের মাঝামাঝি স্থানে। এতে ঘাড়ের দুটি রক্তনালি কেটে যাওয়ায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়।

কুড়িগ্রাম জেলার খ্রিষ্টান ধর্মযাজক ফোরকান আল মসিহ প্রথম আলোকে বলেন, তিনি প্রায় ১৮ বছর আগে হোসেন আলীর বাড়িতে ভাড়ায় থাকতেন। ১৯৯৮ সালে হোসেন আলী খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। সম্প্রতি হোসেন আলী সহকারী যাজক হিসেবে কাজ করছিলেন।

হোসেন আলীর ছেলে রাহুল আমিন বলেন, ‘বাবা কোনো দরকার ছাড়া বাড়ি থেকে বের হতেন না। বাড়িতেই ধর্মচর্চা করতেন। ধর্মান্তরিত হওয়া নিয়ে মা, আমি ও ছোট বোন নাসিমা বেগম বাবার পক্ষে ছিলাম। বড় বোন হাসিনা বেগম তা মানতে পারেনি।’ তিনি বলেন, চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে তাদের বাড়িয়ে ভাড়ায় ওঠেন এক যুবক। তিনি নাম বলেছিলেন আবুল বাশির। বাড়ি রংপুরের মাহিগঞ্জে বলে জানিয়েছিলেন। ওই যুবক গত শনিবার এই বলে বাড়ি চলে যান যে গতকাল মঙ্গলবার পরিবার নিয়ে আসবেন। গতকালের হত্যার ঘটনার পর ওই যুবকের প্রতি সন্দেহ হয়। যাচাই করে দেখা যায়, ঘর ভাড়া নেওয়ার সময় তাঁর দেওয়া জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর ও মুঠোফোন নম্বর ভুয়া।

গতকাল বিকেল সাড়ে পাঁচটায় মুক্তিযোদ্ধা হোসেন আলীকে গাড়িয়াল পাড়ায় গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এরপর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবদুল বাতেন জানান, হোসেন আলী মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌ কমান্ডো ছিলেন। তিনি নৌ কমান্ড কাউন্সিলের রাজশাহী বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

এদিকে হত্যাকাণ্ডের পর গতকাল জেলা প্রশাসক খান মো. নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়, এখন থেকে কুড়িগ্রাম পৌর এলাকায় সব ভাড়াটের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপিসহ জীবনবৃত্তান্ত পুলিশের কাছে জমা দিতে হবে। এ ছাড়া পুরো জেলায় মোটরসাইকেল তল্লাশি জোরদার করার সিদ্ধান্ত হয়।

কুড়িগ্রাম সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জসিম উদ্দিন বলেন, ঘটনাস্থলের পাশে অবিস্ফোরিত দুটি ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় কুড়িগ্রাম সদর থানায় একটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।